IslamHouse.com

ঘুষের ভয়াবহতা ও তা থেকে উত্তরণের উপায়

ড. মো. আব্দুল কাদের

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: +٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠ فاكس: +٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126
OFFICERABWAH

الرشوة ومكافحتها

(باللغة البنغالية)

د/ محمد عبد القادر

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٠٠٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ١٢٦ ٠٠٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126
OFFICERABWAH

[illegible]

[illegible]

হাসিলের জন্য ঘুষ দেওয়া হয়। আবার অনেক সময় টাকা - পয়সা ছাড়াও উপহারের নামে নানা সমগ্রী প্রদান করা হয়। সুতরাং যেভাবেই হোক , আর যে নামেই হোক তা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَعْنَـــــــةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِـــــــي وَالْمُرْتَشِي»

3

“[redacted] [redacted] [redacted] [

[illegible]

[illegible]

প্রদত্ত উপহার। সে তার বাড়িতে বসে থেকে দেখুক তাকে উপহার দেওয়া হয় কি - না [2]। ”

একবার এক সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে কিছু উপহার দিলেন। উপহারগুলো দেখে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছিলেন : “তুমি যে বললে এগুলো বায়তুলমালের , আর এগুলো আমার উপহার! তুমি এই পদ ছেড়ে বাপের ঘরে বসে

---

[2] আবূ দাঊদ , সুলাইমান ইবন আশআশ, আস-সুনান , ৩য় খণ্ড (সিরিয়া , হিমস : দারুল হাদীস , তা .বি), পৃ . ৩৫৩, হাদীস নং ২৯৪৩।

7

থাক, দেখ তো কে তোমার জন্য উপহার নিয়ে আসে।” সত্য - মিথ্যার পার্থক্য করার এই জ্ঞান ও সাহসের জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আল -ফারুক উপাধি দিয়েছিলেন। কবি ফররুখ বলেছেন :

“আজকে উমার পন্থী পথিক
দিকে দিকে প্রয়োজন

পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দেবে
যারা প্রান্তর প্রাণপণ।”

কিন্তু হায় ! এখন মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের এই সমাজের চিত্র দেখলে প্রশ্ন জাগে ইসলামের সেই মহান

৪

[illegible]? [illegible]:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দুর্নীতির মাধ্যমে গড়ে উঠা ব্যবস্থাপনার কাছে কোনো কল্যাণ আশা করা যায় না। তাই ঘুষ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ
ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى
ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ
بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [البقرة: ٥٩]

“এরপর যালিমরা বদলে দিল যা তাদের বলা হয়েছিল। তার পরিবর্তে অন্য কথা। এ কারণে যারা যুলুম করল তাদের উপর নাযিল করলাম আকাশ থেকে এক মহাশাস্তি। কারণ, তারা অধর্ম -অন্যায়

11

কাজ করেছিলো। ” [সূরা আল - বাকারাহ , আয়াত: ৫৯]

এ আয়াতে সত্যকে বদলে দেওয়ার শাস্তির উল্লেখ আছে। ঘুষও সত্যকে বদলে দেয়। পাসকে ফেল দেখিয়ে দেয়। একজন হকদারের হক বদলে দিয়ে অন্যকে অন্যায়ভাবে দেওয়া হয়।

অতীত যামানায় যারা ঘুষ গ্রহণ করত, দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ধর্মের বাণীতে জালিয়াতি করত তাদের সম্পর্কে আল -কুরআনে বলা হয়েছে :

12

﴿فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ يَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَٰبَ بِأَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشۡتَرُواْ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلٗاۖ فَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا يَكۡسِبُونَ ٧٩﴾ [البقرة: ٧٩]

“সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে - এটি আল্লাহর নিকট হতে এসেছে। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য শাস্তি তাদের এবং যা তরা উপার্জন করে তার জন্যও শাস্তি তাদের। ” [সূরা আল-বাকারাহ , আয়াত: ৭৯]

13

[illegible]

[illegible]

এজন্য এই প্রক্রিয়ায় তিনটি পক্ষ থাকে। ১ . রাশী راشى যে ঘুষ প্রদান করে , ২. মুরতাশী مرتشى যে ঘুষ গ্রহণ করে এবং ৩. রায়েশ رائش যে অনুঘটক হয়ে কাজ করে।

আল্লামা সান ‘আনী তার বিখ্যাত গ্রন্থ সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম গ্রন্থে বলেন , ‘রায়েশ বা ঘুষের ঘটক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ঘুষখোর ও ঘুষদাতার মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে থাকে। ’[3] তবে মূলপক্ষ হচ্ছে

---

[3] সুবুলুস সালাম , খ. ৪, পৃ . ১২৪।

15

দু’টি : যে ঘুষ দেয় ও যে ঘুষ খায়।

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لعنة الله االراشي والمرتشي في الحكم»

“ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ওপর আল্লাহর লা‘নত।”[4]

---

[4] আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭।

16

ইমাম তাবারানী তার আল - মু ‘জামুস কাবীর গ্রন্থে একটি হাদীস সংকলন করেন যে , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ، وَهِيَ بَيْنَ النَّاسِ سُحْتٌ»

‘রিশওয়াহ বিচারের ক্ষেত্রে কুফুরী। লোকেরা নিজেদের মধ্যে এ কাজ করা সুহত। ”[5] আগেই বলা হয়েছে রিশওয়াহ অর্থ ঘুষ। তাহলে সুহত অর্থ কী? এ প্রশ্নের উত্তর পাই

---

[5] আল-মু ‘জামুস কাবীর লিত তাবরানী , হাদীস নং ৯১০০।

17

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসে :

«كل لحم أنبتته السحت فالنار أولى به، قيل ما السحت ؟ قال الرشوة في الحكم»

“যে গোশত উদগত হয়েছে সুহত থেকে, তার জন্য জাহান্নামের আগুনই বেশি উপযোগী। একজন জিজ্ঞেস করলো, সুহত কী ? তিনি বললেন , বিচার বা শাসনকার্যে ঘুষ গ্রহণ। ”[6]

---

[6] কানযুল উম্মাল , খ. ৩।

18

তাহলে দেখা যায় যে , ঘুষের অর্থে যে নিজে পানাহার করে এবং তার পোষ্যদের পানাহার করায় সকলের জন্যই তা খুবই মন্দ কাজ। এই ঘুষ -লালিত দেহের ইবাদত আল্লাহ কবুল তো করবেনই না বরং তাদের জন্য লাঞ্ছনা , আখিরাতের আগুণ অপেক্ষা করছে।

ইয়াহূদীদের দুর্গতির কারণ হিসেবে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

﴿سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحۡتِ﴾ [المائدة: ٤٢]

“তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ

19

(ঘুষ) ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত। ” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪২]

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

﴿وَتَرَىٰ كَثِيرٗا مِّنۡهُمۡ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَأَكۡلِهِمُ ٱلسُّحۡتَۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٦٢﴾ [المائدة: ٦٢]

“হে নবী! আপনি (আহলে কিতাবদের) অনেককেই দেখবেন পাপে, সীমালঙঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে (ঘুষ খাওয়াতে) তৎপর। তারা যা করে নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট। ” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৬২]

20

[illegible]

[illegible]

উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা প্রতিফলিত হয়েছে এই আয়াতে :

﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٨﴾ [البقرة: ١٨٨]

“তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ -সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের বা প্রশাসকদের কাছে পেশ করো

22

না। ” [সূরা আল-বাকারাহ , আয়াত: ১৮৮]

এ আয়াতে ‘হুক্কাম ’ অর্থ শাসকগণ, প্রশাসনগণ , বিচারকগণ হতে পারে। আরবী ভাষায় হাকিম বা বহুবচনে হুক্কাম শব্দটি এইসব অর্থে সমানভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কথা বুঝানো হয়েছে যাদের সিদ্ধান্তে একজনের সম্পদে অন্য কেউ অন্যায়ভাবে ভাগ বসাতে পারবে। উপর্যুক্ত আয়াতে وتدلوا بها শব্দটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ

23

[redacted] ‘[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

করা হয়েছে।[7] এতে প্রমাণিত হলো যে, পবিত্র কুরআনে ঘুষের বিরুদ্ধে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

আজ আমাদের দেশ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে তালিকার প্রথম দিকে রয়েছে। এই দুর্নীতির নানা রকমের রয়েছে। তবে ঘুষ হচ্ছে প্রধান ও সবচেয়ে ব্যাপক দুর্নীতি। ঘুষের এই ব্যাপকতা কেবল আখিরাতের জন্যই ভয়াবহ নয়; বরং আমাদের এই সামাজিক জীবনেও দুর্ভোগের কারণ।

---

[7] তাফসীরে মাদারেক, খ. ১, পৃ. ৭৬।

25

[illegible]

[illegible]

ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে এই তাড়াহুড়া করে অসৎভাবে উপার্জন করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন :

«إن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته».

“কোনো প্রাণী তার রিযিক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কখনও মরবে না। সাবধান ! আল্লাহকে ভয় করো এবং আবেদনে সৌন্দর্য বজায় রাখো। তোমার রিযিক

30

ধীরগতিতে আসার কারণে তা আল্লাহর নাফরমানির মাধ্যমে চেয়ো না। কারণ তাঁর নিকট যা আছে তা লাভ করতে হলে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই করতে হবে।”[৪]

তবে কেউ যদি অন্যের সম্পদ গ্রাস করে তবে তার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٦٠ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ

---

[৪] বাযযার, ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে।

31

نُهُــــواْ عَنۡـــــهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡــــوَٰلَ
ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِـــــــلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا
لِلۡكَٰفِـــرِينَ مِنۡهُمۡ عَــــذَابًا أَلِيمٗـــا
﴿١٦١﴾ [النساء: ١٥٩، ١٦١]

“যারা ইয়াহূদী ছিল , তাদের যুলুমের কারণে আমরা তাদের ওপর এমন সব পবিত্র বস্তু হারাম করে দিয়েছি , যা ছিল তাদের জন্য হালাল। এছাড়াও আল্লাহর পথে অনেক বাধা দেওয়ার জন্য তা করেছিলাম এবং তারা সুদ গ্রহণের কারণে - যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধনসম্পদ গ্রাস করার জন্য। কাফিরদের মর্মন্তুদ

32

শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। ”
[সূরা আন -নিসা , আয়াত: ১৬০-১৬১]

এমনিভাবে অসৎ উপার্জন করে গাড়ি -বাড়ি , বিত্ত -বৈভব, প্রভাব -প্রতিপত্তি লাভ করার যে তীব্র আকাঙ্খা মানুষের মনে জাগে এবং শয়তান এসব অপকর্মকে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করে সামনে তুলে ধরে , এর পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ !

ইসলামে ঘুষ সম্পূর্ণরূপে হারাম। ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহিতা উভয়ে জাহান্নামী।

33

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বাস্তব ভিত্তিক সর্মসূচীর মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করার পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়াও নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

ক. আখিরাতের চেতনা জাগ্রতকরণ :

দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ নয় বরং মৃত্যুর পর মানুষকে আখিরাতের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হবে। সেদিন আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি

35

কর্মের হিসাব দিতে হবে। মূলত আখিরাতের চেতনা মানুষের জীবনে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে থাকে। যে ব্যক্তি আখিরাতে সত্যিকার বিশ্বাস করে সে কখনও ঘুষ গ্রহণ করতে পারে না। মানুষের দুনিয়ার জীবন হচ্ছে অতি সংক্ষিপ্ত এবং আখিরাতই হচ্ছে অনন্ত জীবন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

﴿بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ١٦ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ ١٨ ﴾ [الاعلا: ١٦، ١٨]

36

“বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে বেশি প্রধান্য দিচ্ছ। অথচ আখিরাত সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী”। [সূরা আল-আ‘লা, আয়াত: ১৬-১৭]

এ চেতনা যখন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হবে, তখন সে অবশ্যই এ থেকে বিরত থাকবে।

খ. হালাল হারামের দিক-নির্দেশনা দান:

অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে জনগণকে হালাল-হারামের দিক নির্দেশনামূলক শিক্ষা প্রদান করা উচিৎ। কেননা ইসলাম হালাল বা বৈধ বিষয় উপার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ

37

করেছে এবং হারাম উপার্জন বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছে , এ সম্পর্কে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا
وَٱشۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ
إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١١٤﴾ [النحل:114]

“আল্লাহ তোমাদের হালাল এবং পবিত্র যা দিয়েছেন তা হতে তোমরা আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর , যদি তোমরা কেবল তারই ইবাদত কর। ” [সূরা আন - নাহল, আয়াত: ১১৪]

রাজনৈতিক ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ অনেক সময় অর্থ

38

আত্মসাৎ করে থাকেন। অবৈধভাবে যে কোনো প্রকার অর্থ আত্মসাৎকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে।

গ. দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতি মুক্ত হওয়া :

চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ - সুবিধা ইত্যাদি সততা , মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রদান করা জরুরী। কারণ এ সমস্ত চাকুরী প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গের নিকট আমানত। ইসলাম এ সমস্ত আমানত তার যোগ্য প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ

39

দিয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ٥٨﴾ [النساء: ٥٨]

“নিশ্চয় আল্লাহ তা ‘আলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানত তার যথার্থ মালিককে প্রত্যার্পণ কর।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

40

“[illegible] [illegible] [illegible] [

স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

«إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»

“তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কারো ভাই তার অধীনে থাকলে তার উচিৎ নিজে যা খাবে তাই খাওয়াবে। নিজে

42

[illegible] [illegible] [illegible] [

বিনিয়োগকৃত সমুদয় অর্থ উত্তোলনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অতএব, প্রশাসনকে ঘুষের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য সৎ, বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা এ সম্পর্কে বলেন,

﴿إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦﴾ [القصص: ٢٦]

“তোমার জন্য সর্বোত্তম কর্মচারী হতে পারে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ২৬]

44

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ
ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ [آل عمران:
58]

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানত তার মালিককে প্রত্যার্পণ কর।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮]

এভাবে ইসলাম সৎ, যোগ্য ও বিশ্বস্ত কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি সংঘটনের সম্ভাবনা বন্ধ করে দিতে চায়।

চ. গণসচেতনতা সৃষ্টি :

45

[illegible]

[illegible]:

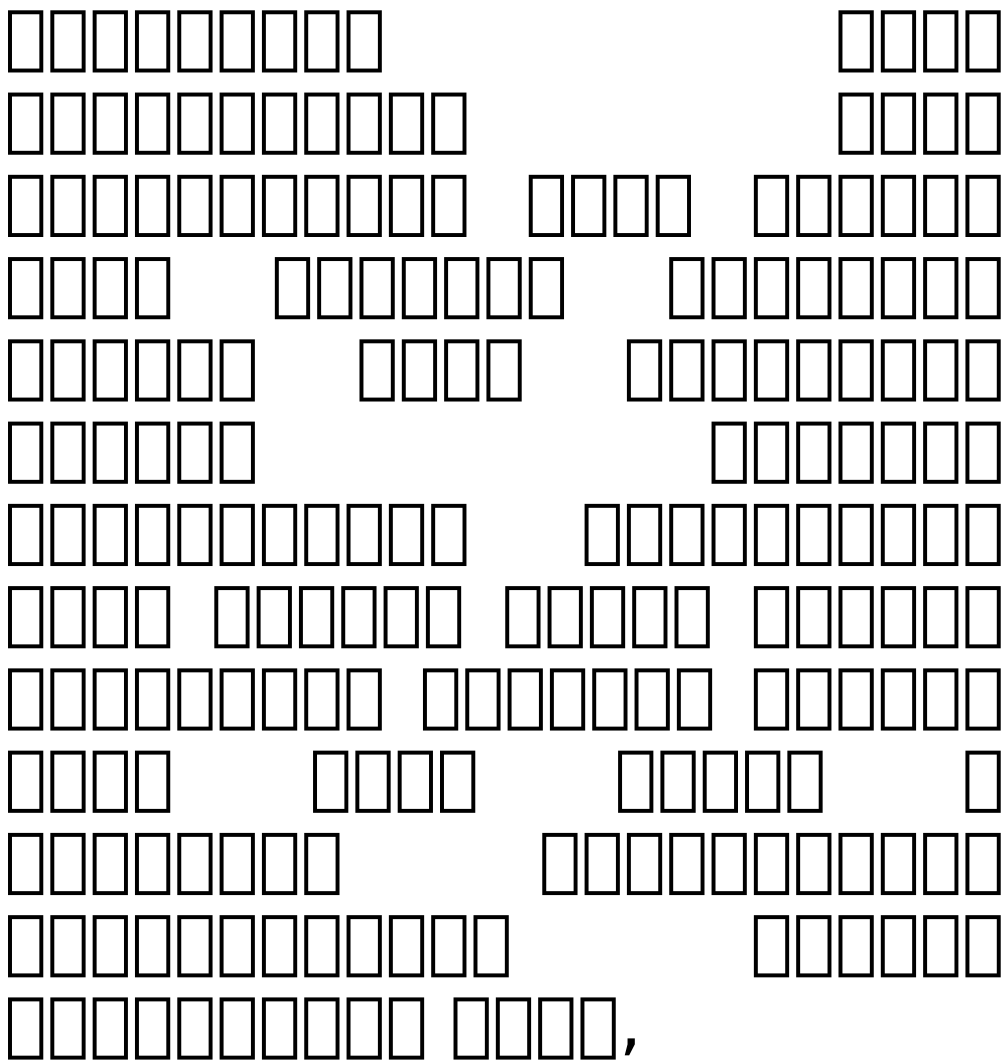

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْـــــئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِــهِ الإِمَــامُ رَاعٍ وَمَسْــئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

“তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। নেতা তার অধীনস্থদের জন্য জবাবদিহী করবেন।”[11]

জ. ঘুষগ্রহীতাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান :

সমাজ থেকে ঘুষ-বাণিজ্য চিরতরে উচ্ছেদ করতে হলে শুধুমাত্র উপদেশ, সতর্কবাণী ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা করেই তার দায়িত্ব শেষ করলে চলবে না বরং কোনো ব্যক্তি যদি এ কাজে জড়িয়ে

---

[11] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৯৩।

49

পড়ে, তাহলে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করবে, যেন মানুষ শাস্তির পরিণতির ভয়ে ঘুষের লেনদেন থেকে দূরে থাকে।

ঋ. মানুষের অধিকার আদায়ের ব্যপারে সচেষ্ট হওয়া :

ঘুষের মাধ্যমে যে সমস্ত অপরাধ সংঘটিত হয় তার অধিকাংশই মানুষের অধিকার বিষয়ক। যেমন, যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান , প্রমোশন প্রদান , সুযোগ -সুবিধা , স্বজনপ্রীতি ও অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ ইত্যাদি। অধিকারের বিষয়টি

50

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি ক্ষমা না করলে আল্লাহও ক্ষমা করবেন না।

ঞ. সম্পদ অর্জনে ইসলামী নীতি অবলম্বন :

সম্পদের মোহ এবং উচ্চাভিলাষী জীবন-যাপনই ঘুষের লেনদেনের অন্যতম প্রধান কারণ। মানুষ মৃত্যুর কথা এবং আখিরাতকে ভুলে এসবে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এজন্য আল -কুরআনে বারবার মৃত্যু ও আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে বলা হয়েছে ,

﴿كُــلُّ نَفس ذَآئِقَــةُ لمَــوتِ﴾ [ال
عمران: ١٨٥]

51

“প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। ” [সূরা আলে ইমরান , আয়াত: ১৮৫]

তাছাড়া হাদীসে এসেছে ,

«ازْهَدْ فِي الـدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَـدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ»

“পার্থিব ভোগ -বিলাস পরিত্যাগ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর লোকের কাছে যা আছে তার লালসা পরিত্যাগ কর। তাহলে অন্যরা তোমাকে ভালোবাসবে। ”[12]

---

[12] ইবন মাজাহ , হাদীস নং ৪১০২।

52

তাই অর্থ উপার্জনে হালাল - হারামের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

ট. মানব মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া:

মানুষ দ্রুত বিত্তের অধিকারী হওয়ার জন্য সাধারণত ঘুষ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্তশালীর চেয়ে বিত্তহীনের বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে মর্যাদার মাপকাঠি

53

অর্থবিত্ত নয় বরং ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে যে যতবেশী তাকওয়াসম্পন্ন বা আল্লাহভীরু , সে ততবেশী মর্যাদাবান। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ,

﴿إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ
أَتۡقَىٰكُمۡ ۚ﴾ [الحجرات: ١٣]

“নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত যে অধিক আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনকারী। ” [সূরা আল-হুজুরাত , আয়াত: ১৩]

54

[illegible]